দৈনিক বাংলা

তারিখ 27 JUL 2013 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

বাংলা একাডেমীর বাংলা বানান-অভিধান

বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা বানান-অভিধান একটি অনন্য গ্রন্থ। যে গ্রন্থখানি সংকলন ও সম্পাদিত করেছেন শ্রদ্ধেয় জামিল চৌধুরী। প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৪। বর্তমানে বাজারে এটির প্রথম পুনর্মুদ্রণ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫ পাওয়া যায়। বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষকে এমন একটি সুন্দর অথচ অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ প্রকাশ করায় এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কারণ বাংলা লেখা সহজ ও সাবলীল করার জন্য এটি চমৎকার ভূমিকা রাখবে বলেই আমাদের ধারণা। আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলা লেখার ব্যাপারে এর বানানের নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত ছিলাম। উল্লিখিত বইখানি ৫০০ পৃষ্ঠারও অধিক। অথচ সে তুলনায় দাম খুবই কম, মাত্র ৫০ টাকা। এই বই খানিতে ব্যবহৃত যুক্ত বর্ণের একটি চমৎকার তালিকা সন্নিবেশিত হয়েছে যা অত্যন্ত মূল্যবান সংগ্রহ বলা যায়। অপর দিকে বানান বিতর্ক, বাংলা একাডেমীর প্রণীত বাংলা বানানের নিয়ম, অভিধানে অনুসৃত বানান-নীতি, উল্লেখযোগ্য সংযোজন। যাতে আমাদের দেশের সংবাদপত্র, স্কুল-কলেজে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক মহল বিশেষভাবে উপকৃত হবেন বলেই মনে করি।

এ প্রসঙ্গে আমাদের দেশের সকল পাঠ্যপুস্তক, পত্রিকা ও লেখকদের লেখা যাতে বাংলা একাডেমীর বাংলা বানান-অভিধান অনুযায়ী হয় সে দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমরা অনেক সময় 'এপার বাংলা-ওপার বাংলা' বলে লেখালেখি করতে গিয়ে বানানের নিয়ম-নীতি মেনে চলছি না। এটা কারো কাম্য হতে পারে না। একটা স্বাধীন দেশের মানুষ হিসাবে আমরা স্বকীয় একটা বানান রীতি এতদিনে পেলাম যা সকলের জন্য সহজ ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা দ্বারা গঠিত। এটা আমাদের জন্য গর্বের। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সর্বমহলের সুদৃষ্টি ও সঠিক প্রয়োগ কামনা করছি।

ওয়াহিদ মুরাদ
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
চা বোর্ড শাখা, চট্টগ্রাম।